মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

# সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd July, 2019

July, 2019 Volume-V, Issue-V | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

## এক পলকে দেশ

### মহাকাশে চন্দ্রযান

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৫ জুলাই রাত ২টা ৫১ মিনিটে মহাকাশে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান-২। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়েছে।

### এন আর সি

নিজস্ব প্রতিনিধি-অসমের পরে এবার জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এন আর সি) বিষয়টি কি পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ হবে? রাষ্ট্রপতি রামনাথ গোবিন্দ এমনই ইঙ্গিত দিলেন।

### বিপদে বি এস এন এল

নয়াদিল্লি-কর্মচারীদের জুন মাসের বেতন দেওয়ার পয়সা নেই বি এস এন এল-এর। বকেয়া ঋণের ভারে জর্জরিত। একমাসের বেতনের জন্য প্রয়োজন ৮৫০ কোটি টাকা।

### বিরল বিদায়

নয়াদিল্লি-রঘুরাম রাজন, উর্জিত পটেল, অরবিন্দ পানাগড়িয়া, অরবিন্দ সুব্রহ্মন্যনের পরে এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণরের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন বিরল আচার্য।

### নিরাপত্তা পরিষদে

নয়াদিল্লি-নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে চলেছে ভারত। চিন ও পাকিস্তান সহ ৫৫টি দেশ ভারতকে সমর্থন করছে।

### বাদ লক্ষাধিক

গুয়াহাটি-চূড়ান্ত এন আর সি খসড়া থেকে আরও ১,০২,৪৬২ জনের নামবাদ পড়ল। অসমে এর আগে বাদ পড়েছিল ৪০৭৭০৭ জন।

### চলে গেলেন কারনাড



নিজস্ব প্রতিনিধি-৮১ বছর বয়সে চলে গেলেন প্রখ্যাত অভিনেতা গিরিশ রঘুনাথ কারনাড। নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল জগৎ জোড়া।

# রিমঝিম ধারাতেই সিক্ত হল বর্ষাবরণ



বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং পাশে অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন ডাঃ নির্মাল্য ঠাকুর এবং হারমোনিয়ামে রয়েছেন শিল্পী সুমিতা ঘোষ।

নিজস্ব প্রতিনিধি-একটি বিশিষ্ট ঋতুকে বরণ করার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া নামক মারণ রোগকে প্রতিরোধ করার বার্তা দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। প্রতি বছরের মত এবারও সেরাম অডিটোরিয়ামে ২২ জুন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান। প্রথা ও রীতি মেনে সাধারণত বর্ষার আগমন আষাঢ়ের প্রথম দিনেই হয়ে থাকে, কথায় আছে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। সময় ও নির্ঘণ্ট মেনে না হলেও বর্ষা ইতিমধ্যেই ইতি-উতি দেখা দিয়েছে। বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানটি এককথায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত একটি মিলনোৎসব। নাচে, গানে, আবৃত্তিতে—এককথায় বর্ষাবরণ ছিল জমজমাট। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। প্রতিটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে বর্ষা নিয়ে কবি ও লেখকদের ভাবনাকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন তিনি। থ্যালাসেমিয়া রোধ করে একটি রোগমুক্ত সমাজ তৈরি করাই যে সংগঠনের মূল লক্ষ্য সেটাই সকলকে মনে করিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি সহ কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যগণ। দেশের ফুটবলের অন্যমতম প্রশিক্ষক মৃদুল ব্যানার্জিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে। বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানটির আহ্বায়ক ছিলেন সংগঠনের সদস্য রামকৃষ্ণ বসাক, শৈলেন পাল, রবী মণ্ডল ও রিজু বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানে প্রবাদ প্রতিম সুরকার, সংগীত পরিচালক এবং গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা-রেশন।

প্রথামাফিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সাংগীতিক শিল্পী গোষ্ঠীর গায়িকারা। শিল্পী সুনীতা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় সমবেত রবীন্দ্রসংগীত সকলকে আবিষ্ট করেছে। পর্যায়ক্রমে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী চামেলি দত্ত, সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, শম্পা রায়, অরুন্ধতী চ্যাটার্জি, পল্লব ঘোষ, সুদীপ্ত ঘোষ বোস, তনুশ্রী মুখার্জি, সুমিতা ঘোষ, ডাঃ নির্মাল্য ঠাকুর, দীপ্তি চন্দ্র, রাজা রায়, সুমনা রায়, আশীষ চ্যাটার্জি, সঞ্জয় চ্যাটার্জি, প্রশান্তঘোষ চ্যাটার্জি ও

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

# অধিক প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য শরীরের ওজন বাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, অধিক প্রক্রিয়াজাত খাবার দু'সপ্তাহের মধ্যে মানবদেহে ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই ধরনের পরীক্ষায় এটাকেই প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে এই কারণে যে, আগের সমস্ত পরীক্ষায় নমুনা হিসেবে ইঁদুর ব্যবহার হয়েছিল এবং অধিক, প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ এবং স্থূলতার মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ইঁদুর ও মানুষের পার্থক্য সর্বজনবিদিত। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডায়াবেটিস ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড কিডনী ডিজিজের অধ্যাপক কেভিন ডি হল এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের পরীক্ষায় সংশয়াতীতভাবে এটা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যে, অধিক প্রক্রিয়া জাত খাবারের সঙ্গে মানুষের শারীরবৃত্তীয় সমস্যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এই ধরনের খাদ্যে নানারকম ঝুঁকির অন্যতম হল স্থূলতা বৃদ্ধি, কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। এমন কী মৃত্যুর হাতছানি। এখন কথা হল, অধিক প্রক্রিয়াজাত খাবার কি? এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে নরম পানীয়, প্যাকেটজাত স্ন্যাক, মাংসের বড়ি, হিমায়িত আহার এবং সেইসব খাদ্য যার মধ্যে অপ্রক্রিয়াজাত খাদ্যবস্তুর সংখ্যা অপ্রতুল কিন্তু সংযুক্ত বস্তুর-এর পরিমাণ অনেক বেশি।

দশজন পুরুষ, দশজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর ২৮ দিন ধরে এই পরীক্ষা চালানো হয়। প্রথম দু'সপ্তাহ ধরে অর্ধেক স্বেচ্ছাসেবককে অধিক প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং বাকি অর্ধেককে বিনা প্রক্রিয়াজাত খাবার দেওয়া হয়। পরের দু'সপ্তাহে সব স্বেচ্ছাসেবকদেরই পর্যায়ক্রমে অপ্রক্রিয়াজাত এবং অধিক প্রক্রিয়া জাত খাবার দেওয়া হয়।

গবেষকদের প্রথমেই এটা মনে হয়েছিল যে, অধিক প্রক্রিয়াজাত খাবারে বেশি পরিমাণ শর্করা, স্নেহ এবং নুন থাকার কারণে এইসব খাবারে ক্যালোরির মান অত্যন্ত বেশি। অপরপক্ষে, অপ্রক্রিয়াজাত খাবারে এইসব Neutrient-এর যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি থাকায় সম্ভাবনা দেহের ওজনের তারতম্য উল্লেখযোগ্য হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে সকল স্বেচ্ছাসেবক অধিক প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তারা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০৮ ক্যালোরি বেশি গ্রহণ করেছেন, বাকি স্বেচ্ছা সেবকদের তুলনায় (অপ্রক্রিয়া জাত)।

এর ফলে পরীক্ষিত সময়ের মধ্যে অধিক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের গড়ে প্রায় ৯০০ গ্রাম দেহের ওজন বেড়েছে বাকি অন্যদের তুলনায়। এই গবেষণা আরও চমকপ্রদ আবিষ্কার হল, অধিক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য অনেক দ্রুততার সঙ্গে খেয়ে ফেলা হয় অপ্রক্রিয়াজাত খাদ্যের তুলনায় এবং এর ফলে প্রতি মিনিটে অধিক প্রক্রিয়াজাত খাদ্যগ্রহণকারীরা গড়ে ১৭ ক্যালোরি বা ৭.৫ গ্রাম বেশি খাদ্য খেয়ে নেয়, অপ্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণকারীদের তুলনায়।

দ্রুত খাদ্য গ্রহণের ফলস্বরূপ মস্তিষ্কে এই বার্তা সময় মতো পৌঁছে দেওয়া যায়নি যে খাদ্য গ্রহণকারী ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে গেছে। তার ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করে ফেলেছে।

## এক পলকে রাজ্য

### ফিরে এলেন



নিজস্ব প্রতিনিধি-বিদ্যাসাগর কলেজে এবং হেয়ার স্কুলে ফের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি বসালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর কলেজে মূর্তির চারপাশে সি সি টিভিও লাগানো হয়েছে।

### অনলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির পরীক্ষা হবে অনলাইনে। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় হোম সেন্টারও তুলে দেওয়া হচ্ছে।

### কাটমানি ফেরত



নিজস্ব প্রতিনিধি-১৪১ জন গ্রামবাসীর হাতে বকেয়া ১৬১৭ টাকা করে ফেরত দিলেন বীরভূম জেলার তৃণমূলের বুথ সভাপতি ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়।

### আনন্দ সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঘুষ নেওয়ার বিরুদ্ধে রাস্তায় হোর্ডিং দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। 'মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছ প্রশাসন চান।' এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চায় কলকাতা পুরসভা।

### সাহিত্যের শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে কলকাতা শহরকে 'সিটি অব লিটারেচার'-এর সম্মান দেওয়া হতে পারে। কলকাতার সাম্প্রতিক তথ্য পাঠানো হচ্ছে ইউনেস্কোতে।

### চলে গেলেন রুমা

নিজস্ব প্রতিনিধি-অভিনয় ও সংগীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার-এর প্রতিষ্ঠাতা রুমা গুহঠাকুরতা চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

# এখানে - ওখানে

## সংঘমিত্র ক্লাবে সচেতনতা শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি**-হাওড়ার ইছাপুর সংঘমিত্র ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৯ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। পরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সঞ্জীব আচার্য এবং সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। কুইজে সফল উত্তর দাতাদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রসূন বসাক, সৌরভ দাস, অশীষ মল্লিক সহ অন্যান্যরা।

## বঙ্গীয় জাতীয় সংঘের শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি**-কলকাতা রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটের বঙ্গীয় জাতীয় সংঘের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৬ জুন অনুষ্ঠিত হল বি এস জি শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচীর পরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন সকলে। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর মূল ভাষণটি দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং কুইজ পরিচালনা করেন স্বয়ং সম্পাদক এবং সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি।

## কুর্নিশের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বেহালা কুর্নিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা।

## সমরপল্লীতে শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি**-বেহালা সমরপল্লী কালচারাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৯ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির।

শিবিরে মুখ্য বক্তা ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশীষ ভট্টাচার্য, পরীলাল চৌধুরী, অশোক ভৌমিক, মনোজ সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

## নবজাতকের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ১৮ জুন বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল দীপেন ঘোষ স্মৃতি ভবনে। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্জীববাবু অনুপস্থিত থাকায় তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংগঠনের সদস্যা সুদীপা কর্মকার।

## সেরাম গ্রুপের ইফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রতি বছরের ন্যায় এবারও খুশির ঈদের প্রাক্কালে ১ জুন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অফিসবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল ইফতার পার্টি। এই ইফতারে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট মানুষ। সেরাম গ্রুপের পক্ষ থেকে ইফতারে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সভাপতি ডাঃ আশুতোষ চ্যাটার্জি, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য, সমাজসেবী প্রবন্ধ রায় সহ আরও অনেকে।

## রিমঝিম ধারাতে

প্রথম পাতার পর

অনিকেত চন্দ। বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত প্রত্যেকটি ক্লাব প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। মোহনবাগান ব্যাটেলিয়ন, বাগবাজার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, কলকাতা অগ্নিবীণা, সেরাম ফর দুর্গোৎসব, বেহালার ছাত্র যুব সমাজ, বেঙ্গল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, টালা পার্ক লার্নিং অ্যান্ড যোগা সেন্টার, কলকাতা লোকপ্রকাশ, নবজাতক কলাভবন, সত্যিকথা পত্রিকা, অল মাই ফ্রেন্ডস, বেহালা পরশ সমাজ কল্যাণ সংঘ এবং মহুয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্ব স্ব সংগঠনের পদাধিকারীগণ। বাচিক শিল্পী অসীমা ভড় এবং মোনালিসা হালদার-এর উপস্থাপনা দর্শকদের তারিফ আদায় করে নিয়েছে। বর্ষাকে কেন্দ্র করে যেসব অবিস্মরণীয় গান রয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে তার প্রায় সবকটিই পরিবেশন করেছেন শিল্পীরা। শিল্পীদের সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন তাপস বক্সী, বাবলু রায়, পুলক ঘোষ, সজল রায় এবং অন্যান্যরা। গোধূলি থেকে শুরু হওয়া বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান শেষ হল রাত দশটারও পর।

## ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-লোকনাথ মিলন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ২৫ মে বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণীতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মূল বক্তব্যটি রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। অনুষ্ঠান মঞ্চে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সঞ্জীব আচার্যের হাতে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যের জন্য একটি চেক তুলে দেন সংগঠনের সম্পাদক সম্পদ রায়। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সঞ্জীব আচার্য এবং তাকে সাহায্য করেন সংগঠনের সদস্য বিক্রমজিৎ রায়। এদিন লোকনাথ মিলন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়।

## ছাত্রছাত্রীদের খাতা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখার খাতা দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। বিদ্যালয়ে পুস্তক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। ছাত্র- ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি। বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বপন ভুঁইয়া পুস্তক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অনুপম রায়, অমল বোস, শিবশঙ্কর চন্দ্র সহ প্রমুখ।

## বিদ্যুৎ স্পোর্টিং ক্লাবে সচেতনতা শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি**-হাওড়ার বিদ্যুৎ স্পোর্টিং ক্লাবে ৯ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এই শিবিরের প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া ওপর কুইজ পরিচালনা করেন স্বয়ং সম্পাদক এবং সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সচেতনতা শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য অনুপম রায়, শিবশঙ্কর চন্দ্র, নূপুর চ্যাটার্জি, অমল বোস, সুধীর অধিকারী, অমিতাভ সিনহা, শৈলেন পাল সহ প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ছিলেন শরৎকুমার সরকার, সুদীপা চ্যাটার্জি, অলক ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা।

## খড়দহ ও দমদমকে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-খড়দহ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে প্রাক্তনী সালের প্রাক্তনী এবং প্রয়াস সংস্থার উদ্যোগে ২৬ মে রহড়া সাথ ক্লাবে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। উদ্যোক্তা সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী প্রদীপ পাত্র ও অন্যান্যরা। ওই দিন বিকেলে সল্টলেক বৈশাখী আবাসন সমিতির উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সুখেন্দু খামারু ও আরও অনেকে।

## অগ্নিবীনার প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা অগ্নিবীনার উদ্যোগে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল নজরুল প্রণাম। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন সঞ্জীব আচার্য সহ আরও অনেকে। ছিলেন নজরুল বিশেষজ্ঞ ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত। সভাপতি জয়দেব চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তাপস মুখোপাধ্যায়।

# যোগাভ্যাস

বিশ্ব যোগ দিবসের আগে প্যারিসে যোগের চর্চা চলছে

## ধৃত জারদারি

ইসলামাবাদ-ভুয়ো অ্যাকাউন্ট মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারিকে গ্রেপ্তার করল ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো (এন এ বি)। জারদারির দল পি পি পি পাক সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে। আদালতে এন এ বি দাবি করেছে জারদারি এবং তাঁর বোনের নামে একটি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।

## ভ্যান গঘের বন্দুক

প্যারিস-চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের সাত মিলিমিটারের লম্বা ল্যাফোচি রিভলবারটি ১ কোটি ২৬ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫০ টাকায় প্যারিসে নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। ১৮৯০ সালে জুলাইয়ে খেতের মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গঘকে উদ্ধার করা হয়েছিল। স্থানীয় সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে তিনি বন্দুকটি কিনেছিলেন। ভ্যান গঘ ইনস্টিটিউট ভাল চোখে বিষয়টি ভাল চোখে দেখেন নি।

## ধনুকবেরদের মিথ্যা ভাষণ

প্যারিস-প্যারিসের নোত্র দাম গির্জা পুনর্নির্মাণে ধনকুবেরা টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও আসলে একটি সেন্টও আসেনি। গত ১৫ এপ্রিল নোত্র দামে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত এই ঐতিহাসিক গির্জাটি। নোত্রদামের প্রেস সচিব আঁদ্রে ফিনো জানান, ফরাসি কোটিপতিরা তাঁদের কথা রাখেন নি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁকর জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যাইহোক না কেন পাঁচ বছরের মধ্যে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে নোত্রদামকে। ধনকুবেরা গির্জা সারাতে টাকা আলাদা করে রেখেছেন। কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিয়ে তারা বুঝতে চাইছেন গির্জার কাজের উন্নতি।

## বাংলাদেশের দুর্ঘটনা

সিলেট-রেলসেতুর একাংশ ভেঙে বড়সড় রেল দুর্ঘটনা ঘটল বাংলাদেশে। ২৪ জুন রাতে উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিলেট থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। বরমচাল স্টেশনের কাছে ট্রেনের কয়েকটি কামরা লাইন থেকে ছিটকে যায়। এই দুর্ঘটনায় তিনজন মহিলাসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ২২ ঘন্টার মধ্যেই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করেছে বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষ। ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার।

## টিনটিনের প্রচ্ছদ

ওয়াশিংটন-আমেরিকার ডালাসে 'টিনটিন'-এর প্রথম প্রকাশিত প্রচ্ছদের জন্য আঁকা ছবির নিলামে হল ১১ লাখ ডলারে। এ খবর দিয়েছে 'হেরিটেজ অকশনস হাউজ'। ক্রেতা বা বিক্রেতার কারও পরিচয় জানানো হয়নি। যে ছবিটি বিক্রি হল, সেটির বিশেষত্ব হল, এতে হার্জের সই রয়েছে। 'টিনটিন'-এর নাম সারা পৃথিবীতে। চাহিদাও প্রচুর। সব দেশেই ব্যবসা বাড়াতে হার্জকে আসরে নামানো হয়েছে।

## সাগরপারের টুকিটাকি



## মৃত প্রেসিডেন্ট

কায়রো-আদালতে শুনানি চলাকালীন আদালতের মধ্যেই প্রাণ হারালেন মিশরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মোরসি। তিনি ২০১৩ সালে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ক্ষমতা হারান সেই মামলারই শুনানি চলছিল। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে জেলেই ছিলেন মোরসি(৬৭)।

## বিরল নেকড়ে খুন

ঢাকা-১৯৪৯ সালের পর সম্প্রতি একটি ধূসর-নেকড়ে বাঘকে (ইন্ডিয়ান গ্রে উল্ফ) দেখতে পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত হন প্রাণিবিজ্ঞানীরা। এই প্রজাতিরই একটি নেকড়ে বাঘকে জুন মাসের শেষ দিকে পিটিয়ে মেরেছেন। ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে থেকে উধাও হয়ে গেলেও এই জাতীয় তিন হাজার নেকড়ে বাঘ ভারতে রয়েছে।

## লঙ্কার উপগ্রহ

শ্রীলঙ্কা-আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র (আই এস এস) থেকে ১৭ জুন বিকেল ৩.৪৫ মিনিটে ছাড়া হয় শ্রীলঙ্কার প্রথম উপগ্রহ 'রাবণ-১'। এটি তৈরি করেছেন ইঞ্জিনিয়ার থারিন্দু দায়ারত্নে, দুলানি চামিকা।

## হাত কাটার আর্জি

ঢাকা-হাতে পায়ে ছাল-বাকল গজাচ্ছে। ২৫ বার অস্ত্রোপচার করেও রোগমুক্ত হতে পারেন নি আবুল বাজানদার। প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। চিকিৎসকদের কাছে দুটি হাত কেটে ফেলার আবেদন জানিয়েছেন আবুল। ২৮ বছরের এই বাংলাদেশি যুবকের 'এপিডার্মো ডাইস্প্লাসিয়া ভেরুসিফর্মিস'-এ ভুগছেন। সারা পৃথিবীতে ১০-১২ জনের এই রোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তার চিকিৎসার ভার বহন করছে। ওই দেশে তার নাম হয়েছে 'ট্রি-ম্যান'।

## অনড় হংকং

সেন্ট্রাল- দেশ জুড়ে সর্বত্র প্রতিবাদ চলছে। তবুও প্রত্যার্পণের চুক্তি নিয়ে অনড় হংকং সরকার। এই চুক্তিকে ধুলপথে চিনের আগ্রাসন বলতে রাজি নয় হংকং সরকার। হংকং-কে দুষ্কৃতী মুক্ত করতেই এই চুক্তি। প্রতিবাদ জানাতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ শাসন থেকে সদ্য মুক্ত হয়েছে হংকং। এই চুক্তি অনুযায়ী হংকং চিন সহ আরও অনেক দেশে সঙ্গে বন্দি বিনিময় করা যাবে। প্রতিবাদীদের দাবি, এটা বেজিং-এর চক্রান্ত।

## মূর্তি চুরি

লস অ্যাঞ্জেলস-লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড বুলেভার্ডের নজরকাড়া 'লেডিজ অব হলিউড গাজিবো'র চূড়া থেকে চুরি হয়ে গেল জনপ্রিয় নায়িকা মেরিলিন মনরোর মূর্তি। পুলিশ পাহারা থাকার পরেও মূর্তিটি চুরি হয়ে গেল। তদন্ত চলছে।

## বিশ্বপিতা

পূর্ণিমার আলোতে কলম্বিয়ার কালিতে ক্রিস্টো রে মনুমেন্ট

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩৩৩৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৩৬৫২৯

## ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ ধূমপানের অপকারিতা ও প্রতিকার সম্বন্ধে জানতে চাই।

চন্দন ধর, যাদবপুর

উঃ ধূমপান যে কত ক্ষতিকারক তা সবাই জানে। তবুও কত মানুষ এই খারাপ অভ্যাসের শিকার। নানারকম সমস্যা দেখা দেয় ধূমপান থেকে। সিগারেট, বিড়ি, সিগার, পাইপ প্রভৃতি থেকে তামাক পুড়ে যে ধোঁয়া তৈরি হয় তার থেকেই নেশা (Application) হয়। নিকোটিন (Nicotine) নামক পদার্থ মূলত আসক্তির (Addictive character) জন্য দায়ী। তাছাড়াও আরও কিছু পদার্থেরও ভূমিকা থাকে। ধূমপান করলে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে পদার্থ জমা হয়, যাকে টার (Tar) বলে।

সিগারেট বা বিড়ির ধোঁয়া থেকে নিকোটিন ফুসফুসে চলে যায় এবং সেখান থেকে শোষিত হয়। সিগার বা পাইপ থেকে নিকোটিন মূলত মুখের থেকে শোষিত হয়, ফুসফুসে তেমন যায় না।

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব—

(১) হার্ট এবং রক্তনালীর অসুখ (Cardio vascular Diseases) ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবে বড় রক্তনালীর অসুবিধা (Large Vessel Atherosclerosis) এবং ছোট রক্তনালীর অসুখ (Small Vessel Disease) হতে পারে। এর প্রভাবে ধমনীর মধ্যে পদার্থ জমা হয়ে সরু হয়ে যাওয়া (Atherosslerosis), অনুচক্রিকা জমাট বাঁধা (Platelet Aggregation) এবং রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া (Vascular Accl ustion), প্রভৃতি হতে পারে, এবং যার ফলে করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Caronary Artery Disease), হার্ট অ্যাটার্ক (Myo cardial Infarction), স্ট্রোক (stroke) প্রভৃতি দেখা দেয়। এর সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ (Hyper tension), লিপিড বেশী থাকা (Dyscip idaemia) প্রভৃতি থাকলে এই সব অসুখের সম্ভাবনা বাড়ে। হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা (Sudden Cardiac Death) বাড়ে। ধূমপান ছেড়ে দিলে কয়েক মাস পরে এই সবের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

**(২) শ্বাসজনিত অসুখ (Respiratory Disease)**— প্রায় ৯০ শতাংশ COPD (Chrotric Obstructive Pulmonary Disease) ধূমপানের জন্য হয়ে থাকে। নিয়মিত ধূমপানের ১-২ বছরের মধ্যেই অনেক কমবয়সী ধূমপায়ীদের শ্বাসনালীগুলিতে প্রদাহ দেখা দেয় (Inflammatory Charges)। প্রায় ২০ বছর ধূমপানের পর ফুসফুসে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। অনেকেরই একটা কাশি দেখা দেয় (smoke cough)। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্রে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস (Chronic Bronchitis) ও এমফাইসিমা (Emphysema) প্রভৃতি দেখা যায়। শ্বাসকষ্ট ও কাশি হয় এবং অনেকক্ষেত্রে রোগী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধূমপান বন্ধ করলে কিছু পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হতে পারে।

**(৩) ক্যান্সার**—ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখ, নাক, সাইনাস, শ্বাসযন্ত্র, গ্রাসনালী (Obsophagus), পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় (Pawchreas), যকৃত (Liver), কোলন (Colon) ও রেকটামের (Rectum) এর ক্যান্সার, মূত্রথলি (Urinary Bladder), ইউরেটার (Ureter), Uterine Cervix এর ক্যান্সার, মাইলয়েড লিউকেমিয়া (Myeloid Leukaemia) প্রভৃতি ধূমপান থেকে হতে পারে। ধূমপান থেকে স্তন ক্যান্সার (Breast Cancer) এর সম্ভাবনাও বাড়তে পারে। বেশী সংখ্যায় এবং বেশীক্ষণ ধরে ধূমপান করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান বন্ধ করলে এই সম্ভাবনা খানিকটা কমে।

**ধূমপান এবং অ্যালকোহল ব্যবহার ঃ** দুটোই থাকলে কিছু ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। যেমন, মুখ এবং গ্রাসনালীর ক্যান্সার। এছাড়াও ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসবেস্টস, র‍্যাডন প্রভৃতি সংস্পর্শে এলে ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে।

**(৪) গর্ভাবস্থা (Pregnancy) ঃ** ধূমপানের ফলে গর্ভাবস্থায় অনেক জটিলতা হতে পারে, যেমন, Premature Purpture fo Membes, Abruptio Placewtare, Placemia Previa প্রভৃতি। Spontaweous Abortion এরও সম্ভাবনা থাকে। ধূমপায়ী মায়েদের বাচ্চাদের Preterm Delivery, বেশী Periwatal mortality rate, small for Gestational Age, Infant Respiratory Distress syndrome, sudden infant death sywdrome, Developmental Lag, প্রভৃতি হতে পারে।

**(৫) অন্যান্য ঃ** ধূমপান পেপটিক আলসার সারা বিলম্বিত করতে পারে, ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বাড়ায়, টি বি, অস্টিওপোরোসিস, রিউম্যাটয়েড, আর্থ্রাইটিস, সেনাইল ক্যাটারাক্ট, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন ম্যাকুলার ডিজেনারেসন (Macular Degeneration) প্রভৃতির সম্ভাবনা বাড়ায়।

# সম্পাদকীয়

## ওঁম্ শান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই যেন প্রমাণ হল সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে (এন আর এস কাণ্ড)। এন আর এস হাসপাতালে একজন রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জুনিয়র ডাক্তারদের সপ্তাহব্যাপী কর্মবিরতিতে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে 'মধুরেণ—সমাপয়েৎ'। চিকিৎসক বনাম রাজ্য প্রশাসন, মুখোমুখি এই দু'পক্ষের দ্বৈরথে গোটা দেশে একটা বিরূপ বার্তার প্রবাহ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই জটটি খুলে গেল এক প্রাচীন প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে। সংঘাত বর্জন করে সহযোগিতাই মীমাংসার পথকে সুগম করে। তবুও কিছু সংগত প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আর ডাক্তারদের দাবিপূরণ এই দুইয়ের মধ্যে নতুন কিছুই নেই, যা শুরুতেই অসম্ভব ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারদের কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার আন্তরিক আগ্রহ। দেরিতে হলেও ডাক্তাররা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যতই তাদের দাবি যুক্তিসংগত হোক না কেন, আন্দোলনের ধরনটি প্রশ্নাতীত ছিল না। অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা লাটে তুলে দিয়ে অন্ততঃ ডাক্তারদের আন্দোলন করা মানায় না। দীর্ঘস্থায়ী এই আন্দোলনের ফল এমন বিষম হতো, যাকে ইতিহাস কোনদিনই ক্ষমা করত না। পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যা ঘটেছে, তাতে ধন্যবাদ উভয়েরই প্রাপ্য। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই ধারা বজায় থাকুক।

ডাক্তারদের এই কর্মবিরতির মধ্যে থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করা দরকার। বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন করা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নমনীয়তার উদাহরণ রেখেছেন। আন্দোলন চলাকালীন ডাক্তারদের যে অভিব্যক্তি দেখা গেছে তার সঙ্গে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে বৈঠকে বসার পর তাদের ব্যবহার। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে চিরদিনই যে ক্ষতিকর, তা প্রশাসন বুঝেছে। ভবিষ্যতে তাদের নিরাপত্তার জন্য যে রাস্তাগুলোর হদিশ পাওয়া গেছে, তা কার্যকর করা আশু প্রয়োজন। চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি করা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। অবিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় অশান্তি। রোগীদের এবং তাদের নিকটজনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা অনৈতিক। এই চাপ থেকেই শুরু হয়ে যায় সব গণ্ডগোল। রোগীদের প্রতি যত্নশীল হলেই সমস্যার পরিমাণ কমবে। হাসপাতালের ভেতর অবাঞ্ছিত মানুষের প্রবেশ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। অনুসন্ধান কেন্দ্র থেকে যাতে সঠিক তথ্য রোগীর পরিবারকে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে দরকার। এরজন্য চাই যথেষ্ট সংযম এবং ধৈর্য, যার অভাব রয়েছে। সর্বোপরি চিকিৎসকরা আপন স্বার্থ বর্জন করে মানুষের চিকিৎসা করেন, এটা ভুললে চলবে না। চিকিৎসকদের কৃতজ্ঞতাকে দুর্বলতা ভেবে নেওয়াটাই চরম ভুল।

## নিয়ম

### অক্ষয়কুমার দত্ত

নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ, গ্লানি বোধ, এবং সর্ব্বদা অসুখ ও ক্লেশ ঘটনা হয়, সুতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় নিস্তেজ হইতে থাকে। বাঙ্গালা দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণ-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এ দেশের লোক কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ব্বল ও নিৰ্ব্বীর্য্য হইল? কি নিমিত্তই বা ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন হইয়া এ প্রকার হেয় হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মাবলীর অবহেলাই তাঁহাদের দুরবস্থা ঘটনার প্রধান কারণ। জগদীশ্বর মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জন্তুকে কৃষিশক্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বাহ্যবস্তুর সহিত তাহাদের প্রকৃতির এ প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের তৃণাদি ভোজ্য বস্তু বিনা যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বসুমতী আপনা হইতেই অনবরত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সেইরূপ পরমেশ্বর তাহাদিগকে গাত্রাচ্ছাদন নিম্মাণ করিবার কৌশলজ্ঞান প্রদান করেন নাই, কিন্তু তদ্বিনিময়ে পক্ষ লোমাদি দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত ও সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর যখন পশু, পক্ষী, পতঙ্গাদির বিষয়ে এইরূপ অচিন্ত্য জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের বিষয়েও এরূপ করিতে পারিতেন, যে তাঁহার শস্য ফলাদি সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য বিনা আয়াসে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইত, এবং তাঁহার গাত্রাচ্ছাদনও স্বভাবতই তাঁহার শরীরে জন্মিতে পারিত।

জন লেনন—ঈশ্বর হলেন সেই পরিমাপ যা দিয়ে আমরা আমাদের যন্ত্রণা মেপে থাকি।

অ্যানসেল অ্যাডামস—যেটা ভয়ঙ্কর তা হল পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য আমাদের নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়।

ভ্লাদিমির লেনিন—হতাশা তাদেরই বৈশিষ্ট্য, যারা অশুভের কারণ বুঝতে পারে না, কোনও পথ খুঁজে পায় না, এবং লড়াই করতে অসমর্থ।

# মাসতামামি

১ জুলাই — কলকাতা হাইকোর্টের উদ্বোধন ১৮৬২।
রাজ্যের প্রথম ও প্রাক্তন এবং প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম (১৮৮২) ও মৃত্যু (১৯৬২) দিন।
ভারতে প্রথম চালু হল পোস্ট কার্ড ১৮৭৯।

২ জুলাই — 'সায়গন'-এর নাম বদল করে হল হো চি মিন সিটি ১৯৭৬।
সিরাজ-উদ্-দৌলাকে হত্যা ১৭৫৭।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭২।
হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হ্যানিম্যানের প্রয়াণ ১৮৪৩।

৩ জুলাই — মস্কোতে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন ১৯২১।

৪ জুলাই — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেট শুক্র গ্রহে অবতরণ করল ১৯৯৮।
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭৬।
শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত ১৮৮১।

৫ জুলাই — সি ই আর এন ২ ঘোষণা করল ঈশ্বর কণা আবিষ্কারের কথা ২০১২।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিল পেশ ১৯৪৭।
ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আর জি কর চালু হল ১৯১৬।

৬ জুলাই — ইউ এস এস আর-এর গঠন ১৯২৩।
এ কে ৪৭ রাইফেল প্রথম নির্মাণ শুরু হল রাশিয়াতে ১৯৪৭।
ভারত ও চিনের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নাথুলা পাস পুনরায় খুলে দেওয়া হল ২০০৬।

৭ জুলাই — বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫।
প্রেসিডেন্সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হল ২০১০।

৮ জুলাই — রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন ১৯১৪।
সিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিংয়ের শান্তি ঘোষণা ১৮৫৮।

৯ জুলাই — স্পেনের শাসন মুক্ত হয়ে আর্জেন্টিনার স্বাধীনতার ঘোষণা ১৮১৬।
দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) প্রকাশ ১৯৫১।
সিংহকে ভারতের জাতীয় পশুর তকমা ১৯৬৯।

১০ জুলাই — আমেরিকার প্রথম টেলিভিশন স্যাটেলাইট 'টেলস্টার-১' স্থাপন ১৯৬২।

১১ জুলাই — 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের আপিল খারিজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৩২।

১২ জুলাই — কবি পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ছত্রপতি শিবাজি ১৬৭৪।

১৩ জুলাই — ত্রিশক্তির পটসডামে সম্মেলন শুরু ১৯৪৫।
মুম্বইয়ে বিস্ফোরণ ২০১১।

১৪ জুলাই — কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর প্রস্তাব গৃহীত ১৯৪২।
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল ইরাকে ১৯৫৮।

১৫ জুলাই — নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ এবং নির্বাসন ১৮১৫।

১৬ জুলাই — বাংলাদেশের বাজের হাট থেকে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন শুরু ১৯০৫।
হিন্দু বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি ১৮৫৮।

১৭ জুলাই — কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ সম্মেলন শুরু ১৯২৮।
ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে মহিলাদের যোগদানের অধিকার ১৯৪৮।

১৮ জুলাই — নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯১৮।
গজল সম্রাট মেহেদি হাসানের জন্ম ১৯২৭।
মহাকাশের কক্ষপথে প্রথম প্রবেশ করল ভারতের উপগ্রহ রোহিণী ১৯৮০।

১৯ জুলাই — ১৪টি ভারতের ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হল ১৯৬৯।
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩।
কলকাতা ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ ১৯৬৭।

২০ জুলাই — চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ করলেন নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স ১৯৬৯।

২১ জুলাই — ভারতের প্রথম থিয়েটার হল স্টার-এর উদ্বোধন ১৮৮৩।

২২ জুলাই — ভারতের জাতীয় প্রতীক স্থির করল গণ পরিষদ ১৯৪৭।
বিশ্বের সর্ববৃহৎ চন্দ্রগ্রহণ ২০০৯।

২৩ জুলাই — বম্বেতে প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন ১৯২৭।
সি পি আইকে বেআইনি ঘোষণা ১৯৩৪।

২৪ জুলাই — নীলদর্পণ নাটক বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার দায়ে রেভারেন্ড জেমস লঙকে জরিমানা ও জেলে পাঠানো হল ১৮৬১।
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ১৯০২।

২৫ জুলাই — ইতালিতে মুসোলিনীর পতন ১৯৪৩।
প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন ২০১২।

২৬ জুলাই — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে বিধবা বিবাহ আইনের প্রয়োগ শুরু ১৮৫৬।
জর্জ বার্নার্ড-শ-এর জন্ম ১৮৫৬।

২৭ জুলাই — সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করল মিশর ১৯৫৬।
জিম করবেটের জন্ম ১৮৭৫।

২৮ জুলাই — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪।

২৯ জুলাই — ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬।

৩০ জুলাই — বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস।

৩১ জুলাই — বিপ্লবী উধম সিং-এর ফাঁসি ১৯৪০।
মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম ১৮৮০।

# সোনাই নদীর তীরে

**কালিদাস চক্রবর্তী**

"দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই দু'চোখ মেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

উক্ত পংক্তিগুলি কবি যথার্থই বলেছেন। সব দেশেই ভ্রমণপিপাসু নরনারী আছেন যাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, দৈহিক, মানসিক ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়, পর্বত, সাগর, মহাসাগর দর্শনে বেরিয়ে পড়েন প্রতিবছর। কারণ অজানাকে জানবার। অদেখাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। তাই যুগে যুগে হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন, ইবন বতুতা, মার্কো পোলো, ভাস্কো ডা-গামা-র মত ভ্রমণকারীরা বিভিন্ন এই ভারতবর্ষে এসেছেন এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই আমার প্রণম্য। ইতিহাস ও ভূগোল পাঠে আমরা জানতে পারি যে প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত স্থান অনেক রয়েছে যেখানে পাহাড়ও নেই সমুদ্রও নেই। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ আস্বাদন করতে হলে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়কে আরও সজাগ করে তুলতে হবে, তাহলেই আমরা দেখতে পাব আমাদের ঘরের কাছেও কত মনোরম দৃশ্য প্রকৃতি দেবী আমাদের জন্য নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে রেখেছেন। অথচ তার জন্য আমাদের বেশি পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতে হয় না।

আজ আমি একদিনের ভ্রমণের এমনই একটি বর্ণনা এখানে তুলে ধরব যা আমার সহযাত্রীদের প্রত্যেকের হৃদয়ে গ্রথিত থাকবে। স্থানটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী গ্রাম বিথারী। এটা একটা প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এবার আমরা স্থির করলাম ৩১ মার্চ রবিবার বিথারী যাব। আমাদের দলে ছিল আমার বড় মেয়ের পরিবারের তিনজন, ছোট মেয়ে ও তার ছেলে এবং আমার পরিবারের ৫ জন। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিথারী কালী মন্দিরে বিভিন্ন সময়ে মানত করা, পুজো দেওয়া ও আমার ছাত্র এবং আত্মীয় শ্রীকুমারের সঙ্গে দেখা করা। বিথারীতে আমার ভাগ্নিদেবীর বিয়ে হয়েছে গোবিন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে। বিথারী পৌঁছাতে আমাদের ১২টা ১৫মিনিট হয়ে গেল। এইবার কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে জানা গেল পুজো শেষ হয়ে গেছে; আবার সন্ধ্যারতির সময় পুজো নিবেদন করা যাবে। আমরা সকলে প্রতিমা দর্শন করে প্রণাম সেরে পাশেই গোবিন্দর বাড়িতে এলাম।

এবার গোবিন্দর একতলার ঘরে সকলে জমিয়ে আড্ডা দিতে লাগল। মেজদার বউ ও মেয়ে যোগ দিল। আমি একটু বাইরে বেরোলাম কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু শ্রীকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হল না, যদিও আগে থেকে ওকে জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমার আসার খবর পেয়ে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন অনুজ সদৃশ অনিল সর্দার এসে উপস্থিত হল। পরে ওর বাড়িতে যাব বলে কথা দিলাম। বেলা ১-৩০ মিনিটে আমরা খেতে বসলাম। আমরা এবং অন্যেরা খেয়ে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম ভারত-বাংলা দেশ সীমান্তে গ্রাম হাকিমপুর দেখতে। বিথারী থেকে গাড়িতে ১৫ মিনিটের পথ। ওখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে voters i-card, Driving Licence জমা দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে সোনাই নদীর তীরে পৌঁছলাম। এটা মুসলমান প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে আমার অনেক ছাত্র ছিল, তারাও বৃদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় লোকেদের কাছে কিছু কিছু খোঁজ খবর নিলাম। এখানে আসবার পথে রাস্তার দু'পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ বোরোধানের ক্ষেত নয়ন-সুন্দর, আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় একদম সোনাই নদীর ধারে নেমে পড়লাম। অদূরে কয়েকজন মুসলমান রমণী স্নান করছিলেন। তাঁরা অবাক হয়ে শহরে থেকে আসা আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। আমাদের দলে ছিল আমার দুই জামাই, আমার দুই মেয়ে ও তাদের দুই ছেলে, আমার ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতনী। মাঝখানে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে সোনাই নদী, স্বচ্ছ জল, মাঝে মাঝে দু'একটা কচুরিপানা। আমাদের ড্রাইভারেরাও সাথে ছিল। নদীর ওপারে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। কয়দিন পূর্বে দেখা রূপের পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি দুইই এক। তবু ওটা বিদেশ। ওপারে নদীর তীরে তালগাছ নারকেল গাছের সারি। আমি মোহিত হয়ে দেখতে লাগলাম। আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হল মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের সেই বিখ্যাত শ্লোক—দূরাদয়শ্চক্র নিভ স্যতন্বী তমালতালি বনরাজি নীলা।

আভাতি বেলা লবণাম্বু রাশে ধারা নিবদ্ধের কলঙ্ক রেখা।

আমার পুত্রবধূর ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। ওরা নদীর ধারে 'সেলফি' তুলতে ব্যস্ত। আমাকেও ডেকে নিল। সোনাই নদীর তীরে খুব মজা হল। এই সোনাই নদী যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই সোনা বেড়ে গ্রামের প্যারিমোহন চৌধুরীর সঙ্গে রানী রাসমণির দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর বিবাহ হয়। ঐ গ্রামটা এখন বাংলাদেশে, আমাদের বিথারী গ্রাম থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার উত্তরে। স্থল সীমান্ত কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। সময়ের অভাবে হাকিমপুর গ্রামটা ঘোরা হল না। এখানকার খানদানি মুসলমান পরিবার খাঁ সাহেবরা ধনী ও ঐতিহ্য মণ্ডিত—ওদের শাখা-প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত। ওদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেকেই আমার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। ওদের পরিবারের সদস্য রেজ্জাকে খাঁ সাহেব প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী ছিলেন।

আমরা বেলা ৫টা নাগাদ হাকিমপুর থেকে বিথারী এলাম। এবার আমাদের গন্তব্য স্থল রানী রাসমণির সেজ জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসের জন্মভিটা দর্শন, যেটা আমার পৈতৃক বাসস্থান থেকে ২০/৩০ মিটার দূরে। ওখানে গিয়ে একটি সিমেন্টের বাঁধানো স্থান ঘিরে রাখা হয়েছে দেখলাম। ওখানেই মথুরবাবুর বাড়ি ছিল। সকলেই আমার পরিচিত। ওর ঘরের বারান্দায় বসে দুই বন্ধু অনেক গল্প করলাম। আমার বড় মেয়ে আমাদের ফটো তুলে নিল। আমাদের দলে ১০/১২ জন ছিল। এবার আমরা বাড়ীর সম্মুখস্থলে প্রবেশ করলাম। প্রত্যেকেই খুব কৌতূহলী। একটি ঘরে ছোট মিউজিয়ামের মত। কলাভবনের ছেলে আমাদের দেখাচ্ছিল মথুরামোহনের বংশ তালিকা। ঘরের একপাশে সুসজ্জিত শয্যা—এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকেছিলেন। এখানকার ফটো তোলা হল। এবার আমরা আবার কালীমন্দির প্রাঙ্গনে এলাম। তন্ময় হয়ে সবাই আরতি দেখলাম। দক্ষিণাকালী, অন্ততঃ ৩০০ বছরের প্রাচীন। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এক ভ্রাম্যমান গৃহী সন্ন্যাসী, বারাণসী গোপাল চক্রবর্তী, বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দেবতার নির্দেশে তিনি এক অমাবস্যায় সদ্য নির্মিত কালীমূর্তিকে বিসর্জন না দিয়ে ঐ মহাশ্মশানেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পদতলে শিব, দুপাশে জয়া ও বিজয়া। বারাণসী গোপালের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে মায়ের সেবা করে আসছেন।

সন্ধ্যা নামল গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে। আমরা সবাই ফিরে এলাম কালী মন্দির। তন্ময় হয়ে মায়ের সন্ধ্যারতি দেখলাম, কিন্তু আমার মন ভরল না। অনেক বছর আগে যখন গ্রামে ছিলাম, তখন আমিও মায়ের আরতি বহুবার করেছি। ভক্তেরা আনন্দ প্রকাশ করতেন। এটা আমার অহংকার নয়, খুব বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি, আরতি করবার সময় যেন সাক্ষাৎ দেবতা দর্শনের এক অপূর্ব অনুভূতি হত। সময়াভাবে সব পরিচিতদের সাথে দেখা করতে পারলাম না। এবার আমাদের ফেরার পালা। একটা নতুন রাস্তা ধরে রাত দশটায় বাড়ি পৌঁছলাম। সাথে নিয়ে এলাম এক অনাবিল আনন্দ অভিজ্ঞতা, মনে হতে লাগল শেষ হয়েও হইল না শেষ।

# দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত না হলে আর্থিক বিকাশ ভাল হয় না

**কিশোরকুমার বিশ্বাস**

এখনো বিহারের মজফ্ফরপুর জেলায় শিশুদের মৃত্যু মিছিল চলছে। এখনও পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহে প্রায় ২০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে acute encephalites syndrome (AES) এ। এটা অনেকে মনে করতে পারেন এই মারণরোগ হঠাৎ এলে এরকম হতে পারে। বিষয়টি যত দুঃখেরই হোক বাঁচি না করা যাবে। কিন্তু বিষয়টি যে, এভাবে ভাবা যাবে না তা বিহার সরকারের উচ্চ আধিকারিকদের বক্তব্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে সরকারি আধিকারিকরাই বলছেন যে, মজফ্ফরপুর জেলায় সরকারি চিকিৎসালয়ের যা অভাব তাতে আর কী আশা করা যায়। ভাল সরকারি চিকিৎসালয় থাকলে সহজেই এই অবস্থার মোকাবিলা করা যেত। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, মজফ্ফরপুর জেলার ১,৭১১ টি গ্রামের মধ্যে ৭৯.৫% গ্রামেই কোনো সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তাই প্রতিদিনই নতুন নতুন করে শিশু মৃত্যুর খবর আসছে এই জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে।

তবে শিশু মৃত্যুর হিসাব নিয়ে কতই বা কী করা যাবে; আরও খবর হল স্থানীয় এক বড় হাসপাতালের মধ্যেই মাটির তলা থেকে অনেক শিশুর মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এর থেকে কি বোঝা যায়?

তবে ঘটনাটি কেবল বিহারেই সীমাবদ্ধ থাকলে এক কথা। সকলেই জানেন উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে প্রতি বছরই কত শিশুর মৃত্যু হয়। সেখানেও সেই একই অবস্থা অর্থাৎ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও infrastructure নেই। এই বিষয়ে মজফ্ফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজের সুপারইন্টেনডেন্টের একটি কথা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামোর অভাব তো আছেই। তার সঙ্গে মানুষের সচেতনতার এত অভাব যে অসুস্থ শিশুদের অনেককেই যখন আনা হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তখন একেবারে শেষ অবস্থা। তাঁদের আর কিছু করার থাকছে না। এই প্রতিবেদনটি কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে লেখা। তাই জানা গেল না বাজেটে স্বাস্থ্য বিষয়ে কী কী নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করা হল।

**জনগণের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভাল করা দরকার আর্থিক বিকাশের জন্যও**

অমর্ত্য সেন সহ অনেক সমাজ বিজ্ঞানী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আর্থিক বিকাশের পূর্ব শর্ত হিসাবে দেখিয়েছেন, কেবল চিনের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে। ভারতে যেখানে জাতীয় আয়ের (GDP) -র ১.৪ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয়, সেখানে চিনের সরকার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে প্রায় ২.৭%। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়টি চিনের অনেক আগে থেকেই ছিল। পরে নতুন অর্থ ব্যবস্থায় বিরাট আয় বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না যদি মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ভাল না হত। সবার জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা চিনে তাই বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল বিশ্বে সর্বাধিক আয় বৃদ্ধির করার।

ইউরোপ বা আমেরিকাই নয় এ বিষয়টি দেখা যায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া তাইওয়ান এমনকী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আর্থিক বিকাশে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উন্নতি অনেকাংশে দায়ী।

**স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে চিকিৎসার স্বাস্থ্য ভাল করা যাবে না**

বর্তমানে কেন্দ্রিয় সরকারের একটা বড় পরিকল্পনা হল সবার জন্য (দরিদ্রদের) চিকিৎসার বিমা করা। নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রায় ২০ কোটি মানুষের ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে চিকিৎসার উন্নতি করার পরিকল্পনা করেছে। এখানে অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকার ৪০% দিতে হবে রাজ্য সরকারগুলোকে এবং ৬০% দেবে কেন্দ্রিয় সরকার। তাই কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ অর্থ সংস্থানের মাধ্যমেই এত বড় প্রকল্প তৈরি হবে। কিন্তু এতেও সমস্যা থাকছে। কী কী সমস্যা?

**প্রথমতঃ** এতে দুর্নীতি হতে পারে যে প্রকল্পটাই বন্ধ হতে পারে। উদাহরণ হল রাজস্থান। ওখানে দুর্নীতির কারণেই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। **দ্বিতীয়তঃ** স্বাস্থ্য বিমাতে কেবল হাসপাতালে ভর্তি হলেই চিকিৎসার খরচ দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসা খরচের বেশির ভাগই নিজেদের থেকে ব্যয় করতে হয়। এটাকে out of pocket expenditure বলা হয়। তাই অনেকেই স্বাস্থ্যবিমাতে উৎসাহ হন না বা স্বাস্থ্যবিমার দ্বারা উপকার করা যায় না সাধারণ মানুষের। **তৃতীয়তঃ** রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে এই প্রকল্প চালু করা ঠিক হয়নি। এর কারণ এই প্রকল্পের খরচের ৪০% যেহেতু রাজ্য সরকারকে দিতে হবে তাই কিভাবে রাজ্য সরকার এত টাকা দেবে তা ভাবতে হবে। এছাড়া অনেক রাজ্য সরকারেরই নিজস্ব স্বাস্থ্যবীমা আগের থেকেই আছে।

**কয়েকটি করণীয় কাজ**

**প্রথমতঃ** নন কমিউনিকেবল ডিজিজ (NCD) -এর প্রকোপ বেশি হচ্ছে। অর্থাৎ NCD এর মধ্যে হার্টের অসুখ, ডায়াবিটিস ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে জীবনযাপনের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ** অনেকেই চিকিৎসায় কোন প্রশিক্ষণ ছাড়া চিকিৎসা করেন। তারা অনেক সময় জেনে বা না জেনে অধিক ওষুধ রোগিকে খাওয়ান। এদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি তুলতে হবে। না হলে drug-resistant হয়ে অনেকে ভীষণ বিপদে পড়ছেন। **তৃতীয়তঃ** প্রতি জেলায় অন্তত আরও একটি করে জেলা হাসপাতাল বানানোর দাবি তুলতে হবে। এখন চিকিৎসা কেন্দ্র নতুন করে বানালেই হবে না। তাকে ঠিক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা ভালো করে করতে হবে। এরজন্য নতুন করে Paramedical Course চালু করা দরকার হতে পারে। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য অনেক সময়েই (হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই) MBBS ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। তাই তিন বছরের কোন Para medical Course এর মাধ্যমে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা জরুরি। তবে এরজন্য ভাল তদারকির ব্যবস্থা থাকা দরকার। না হলে এটাই একটা গভীর ক্ষত হয়ে দাঁড়াতে পারে চিকিৎসা ক্ষেত্রে।

# গুণকীর্ত্তনে আপ্লুত মন

**রীনা ঘোষাল**

নিজের গুণকীর্ত্তনে আপ্লুত মন প্রত্যেকটি মানুষের মনের ভেতর সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকটি মানুষের মন চায় তাকে সবাই প্রশংসা করুক, তার নাম করুক—সেটা তার রূপ নিয়ে বা তার কাজ নিয়ে, তার শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে, তার প্রতিষ্ঠা নিয়ে, তার ব্যবহার নিয়ে, তার অভিজ্ঞতা নিয়ে মানে যে কোন বিষয়ে সবাই যেন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, যে মানুষটি প্রশংসার যোগ্য নয় বা তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না তখন যদি তাকে বলা হয় তুমি খুব কাজের মানুষ, তোমার কাজের প্রতি খুব দায়িত্ব আছে বা তুমি থাকতে আমার আর কোন চিন্তা নেই তখন দেখা যায় সেই মানুষটির যদি কাজ করার ইচ্ছে নাও থাকে তবু সে নিজের নামে প্রশংসার গুণকীর্তন শুনে অনায়াসেই সেই কাজটি করে দেয়। আবার দেখা যায় কেউ হয়ত দেখতে খুব সাধারণ (কি ছেলে, কি মেয়ে) তাকে যদি বলা হয় তুমি খুব সুন্দর দেখতে, তোমার চেহারার মধ্যে একটা সুদর্শন ভাব আছে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তুমি খুব সুদর্শনা বা তোমার ঠোঁটের হাসি খুব মিষ্টি বা তোমার চোখ দুটি খুব সুন্দর তাহলে সেই ছেলেটি বা মেয়েটি খুব সহজেই ভেবে নেয় ও হয়ত আমাকে ঠিকই বলছে। আমি নিজেই হয়ত জানি না আমি কতটা সুন্দর। তার মন তখন খুশিতে ভরে যায়। আসলে মানুষের মনের গভীরে একটা সুপ্ত বাসনা থাকে—আমাকে সবাই সুন্দর বলুক, আমাকে সবাই ভালো বলুক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ নিজের কাজ হাসিল করার জন্য বা কাউকে কাজে আরও বেশি উৎসাহিত করার জন্য এই ধরনের কথা বলে থাকে। আবার কেউ নিজের গুণকীর্তন শোনার ধার ধারে না। তাকে কে প্রশংসা করল বা কে নিন্দা করল তাতে সেই ব্যক্তির কিছু যায় আসে না এবং তার যা কাজ সেটা ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজ হোক, তাই সে করে যায়।

আবার কারও মনে ধারণা থাকে আমাকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ আমাকে পছন্দ করে না, আমার দ্বারা কোনও কাজ হবে না। আমি জীবনে কোন ভাল কাজ করতে পারবো না এই ধরনের মন নিয়ে সব সময় এরা হীনমন্যতায় ভোগে। সেই পরিস্থিতিতে যদি কোন ব্যক্তি এই ধরনের মানসিকতার মানুষদের উৎসাহ দেয় ও বলে আমার মনে হয় একমাত্র তুমিই এই কাজটি করতে পারবে, তোমার মধ্যে সেই সাহস আছে। তোমার মনের জোর আছে তাহলে দেখা যায় প্রশংসার বাণী শুনে তাদের মন খুশিতে ভরে ওঠে এবং তাদের মনে একটা উদ্যম চলে আসে আর তার ফলে তারা খুব সহজেই কাজটা করে ফেলে। প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতর একটা দুর্বল জায়গা আছে। সেই মানুষটি যতই হিংসুটে, ঝগড়ুটে বা মারকুটে হোক না কেন সে চায় বা তার মন চায় কেউ তো আমায় ভালো মানুষ বলুক। মানুষের এটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আসলে মানুষ তোষামোদ করাকে পছন্দ করে। কাউকে ভালো ভালো কথা বলে অনেকে তার কাজটা করিয়ে নেয়। তার কাজ হয়ে গেলে সে আর কাউকে তোষামোদ বা প্রশংসা করার প্রয়োজন মনে করে না।



মানুষ ভালোবাসার কাঙাল। অনেক সময় দেখা যায় ভালোভাবে কথা বলে, সহানুভূতি দেখিয়ে, সুন্দর ব্যবহার দিয়ে মন্দ লোককে দিয়েও ভালো কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। সত্যিকারের ভালোবাসা পেলে কঠিন মনও নরম হয়ে যায়। আবার দেখা যায় বাচ্চারা কথা শুনতে চাইছে না। বকাবকি, মারধর, ভয় দেখিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ যদি বাচ্চাদের সাথে বন্ধুর মত বা শিশুর মত মিশে গিয়ে, তারা কি চাইছে সেটা বুঝে নিয়ে তাদের সাথে হাসিমুখে সুন্দর ব্যবহার করে তাহলে সেইসব বাচ্চারা অনেকটাই ঠিক পথে চলে আসে এবং তাতে বাচ্চাদের রাগ, জেদ অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু মানুষ আছে যারা সত্যিকারের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সেটা হয় তার গুণের জন্য, তার রূপের জন্য, ভালো কাজের জন্য বা ভালো ব্যবহারের জন্য সবদিক থেকেই সে প্রশংসার যোগ্য মানুষ কিন্তু সে তার গুণকীর্তন মুখ ফুটে কখনই বলে না। কারণ সে জানে 'নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।' বড় বড় মনীষীরা বা বিশ্বখ্যাত মহান ব্যক্তিত্বরা যারা আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছেন তারা কখনই নিজেদের গুণকীর্তন নিজেরা করেন না। সারা বিশ্ব তাদের কর্মকাণ্ডের নমুনা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন এবং মানুষ চিরটাকাল তাদের খ্যাতির চূড়ায় বসিয়ে রাখেন। আবার কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের গুণকীর্তন নিজেরাই করে বেড়ায় আর আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। কেউ বলে আমার মত কাজ করে কেউ দেখাতে পারবে না, আমি অনেক সহ্য করি আমার মত ধৈর্য্য ক্ষমতা ক'জনের আছে, আমার কাছে এই কাজটা করা কোন ব্যাপারই নয়। আমি দু'মিনিটে এই কাজটা করে দেখিয়ে দেবো। কিন্তু বাস্তবে বা কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সে যা বলছে সেটা কাজে করে দেখাতে পারে না। এই ধরনের মানুষেরা মনে করে তারা যেটা করছে সেটাই ঠিক আর বাকিরা যা করছে সেটা একেবারে বোগাস। আগেকার দিনে জমিদারী আমলে দেখা যেত জমিদার বাবুর সাথে কিছু মানুষ মানে কিছু সভাসদ সব সময় ঘুরে বেড়াত। জমিদার বাবুকে খুশি করার জন্য এবং তার কাছ থেকে সুযোগসুবিধা আদায় করার জন্য সভাসদরা জমিদারবাবুর প্রতি কথায় 'জি হুজুর', 'আজ্ঞে হুজুর' করতো। তাদের একটাই উদ্দেশ্য জমিদার মহাশয়কে কতরকমভাবে তোষামোদ করা যায় এবং নিজেদের কাজটা গুছিয়ে নেওয়া যায়। আসলে নানারকমের বিচিত্র মনের মানুষ এই পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

# কবিতা

## বিষাক্ত বাতাস

**অনির্বাণ কর**

আজ আর শহরের আকাশে পাখি
নেই।
আগে আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলে,
কখনো বা
উঠোনে দেখতাম একঝাঁক চড়াই
কিচিরমিচির শব্দে ছোট্ট দুটো ঠোঁটে
এটা ওটা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।
বাড়ির পাশের ছাতিম গাছটায় মাঝে
মধ্যে
উড়ে এসে বসত দু'একটা সবুজ টিয়া।
আজ সব কোথায় হারিয়ে গেছে!

কোথায় সেই গোলা পায়রার ঝাঁক?
একটা কাকও চোখে পড়ে না এখন,
অথচ, সাতসকালে উঠোনে এই
কাকের
উৎপাতেই কত দিন ঘুম ভেঙে গেছে।

এইসব পাখিগুলো গেল কোথায়?
বাতাস কি দিন দিন বিষাক্ত হয়ে
উঠছে?

## কথামালা

**মানস চক্রবর্তী**

ঢেউয়ের আলতো পিঠ চাপড়ানিতে
ঘুমিয়ে পড়েছে নদীর কূল।
কেউ জেগে ওঠার আগেই থেমে যায়
আকাশ আর ঢেউদের কত কথা।
মনের না বলা কথা জমতে জমতেই
একদিন সৃষ্টি হয় কথামালার।
তারপর বৃষ্টি অথবা কবিতা হয়
ঝরে পড়ে সাদা কাগজের বুকে।
যে কথারা লিপিবদ্ধ হয় অথবা
উচ্চারণের আলোয় উদ্ভাসিত,
সেগুলিকে আমরা কবিতা বলি।
অথচ মস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে
জমে থাকা অসংখ্য শব্দরাও যে
এক একটি কবিতা আমরা
জানতে, বুঝতে, শুনতেও চাইনা।

## জঙ্গল ফিরাই দাও

**চন্দন প্রামাণিক**

কাঁসাই কলকল্যা জল,
পাহাড়ের গা'র সবুজ
হামার দেখাব বটে—
সেটা ওই দূষিত শহরে লাই বাবু।

কি সব ঠুকরা পুরুষ আইসবেক,
সরকারি লোক গাছ কাটো দিবেক।
হামাদের শাল-পিয়াল-মহুয়া
আর থাকবেক লাই বাবু।

কে গান বাইন্দো আইসবেক?
কি লিইয়া বাইচব হামরা?
কি খাব হামরা?
বাবু হামরা মরতেই যাব।

গাছ কাটোকারখানা হবেক,
হামাদের কতকগুলা লাগোবেন
হবেক।
আর হবেক লাই কেনে?
হামরাতো লিখাপড়া করি লাই,
সে অফিসার হোবো।

না বাবু হামরা ছাড়বো লাই,
ভুখাও যাব লাই,
লড়াইই করে বাঁচতে হবেক।
হামাদের পাহাড়-জঙ্গল ফিরাই দাও।

# স্টেডিয়াম

## বিশ্বকাপে ভারত এগিয়ে

অনবদ্য রোহিত শর্মা

লন্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার—ভারত বনাম পাকিস্তান-এর খেলা মানেই একটা গরম রোস্ট, লাজা উদ্দীপনা, উত্তেজনার শেষ নেই। এবারও বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে ভারত পৌঁছে গেল ১১। রোহিত-বিরাট-ধোনি-সামি ঝড়ে খড়-কুটোর মত উড়ে যাচ্ছে বিপক্ষেরা। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলায় রোহিত ১১৩ বলে ১৪০, অধিনায়ক বিরাট কোহলি করেছেন ৬৫ বলে ৭৭। এই ব্যাটিং জোয়ারে গা ভাসিয়ে ৫০ ওভারে ভারত তুললো ৩৩৬ রান। আধ ঘন্টা পরে ফের খেলা শুরু হলে ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে খেলা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান হেরে যায়।

## বেকার নিলাম

জার্মানি-টেনিস কোর্টে মারাত্মক সার্ভিস করার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'বুম বুম বেকার'। সেই বরিস বেকার এখন দেউলিয়া। ঋণশোধ করতে নিলামে তুলেছেন তাঁর নেতা ট্রফি, স্মারক, ঘড়ি, মেডেল ও ছবি।

সবমিলিয়ে ৮২টি জিনিস। নিলাম চলবে ১১ জুলাই পর্যন্ত। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯৮৫ সালে উইম্বলডনে ট্রফি জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন বেকার। ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী বেকারকে ২০১৭ সালে দেউলিয়া ঘোষণা করে ব্যাংক। বেকারের বিরুদ্ধে ভুয়ো পাসপোর্ট জমা দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। স্পেনের আদালতেও বেকারের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।

## ইউরোপ সেরা রোনাল্ডো

সতীর্থদের সঙ্গে রোনাল্ডো

পোর্টো-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নেতৃত্বে ইউরো কাপের পরে উয়েফা নেশনস লিগেও চ্যাম্পিয়ন হল পর্তুগাল। তিন বছর আগে ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথমবার ইউরোপ সেরা হয়েছিল পর্তুগাল। ৯ জুন ঘরের মাঠে পোর্তোয় নেশনস লিগের ফাইনালে গোল করে নায়ক হয়েছেন গনসালো গেদেসি। বল দখলের লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডস এগিয়ে থাকলেও আক্রমণের ধার বেশি ছিল পর্তুগালের। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে বের্নার্দো সিলভার পাস থেকে গোল করেন গেদেসি। গোল না পাওয়ার জন্য মোটেই হতাশ নন রোনাল্ডো। তিনি খুশি দল চ্যাম্পিয়ন হওয়াতে। পর্তুগালকে চ্যাম্পিয়ন করার পরই জুভেন্তাসের হয়ে দল গড়ার কাজে নেমে পড়েছেন রোনাল্ডো। যে মাতাইস তাঁর গোল করার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন, সেই মাতাইসকেই জুভেন্তাসে খেলার প্রস্তাব দিয়েছেন রোনাল্ডো।

## গ্রেপ্তার প্লাতিনি

ফ্রান্স-ফিনবার্গের ব্যালন ডি'ওর জয়ী। উয়েফার সর্বেসর্বা, ভাবী ফিফা প্রেসিডেন্ট এবং কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনি এখন পুলিশের জিম্মায়। অনেকদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। কাতারকে ২০২২ সালের বিশ্বকাপের দায়িত্ব দিতে অনেক বড় বড় ফুটবল কর্তারা প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এরমধ্যে প্লাতিনিও ছিলেন। এই গ্রেপ্তারের খবরে হতচকিত ফুটবল মহল। প্লাতিনির আইনজীবী উইলিয়াম বুঁদের দাবি, তার মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি জামিনও পান।

## হাল ছেড়ো না বন্ধু

ইংলন্ড-হাতের মুঠো দুটো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া। দলের সতীর্থদের আলিঙ্গন এবং ভালোবাসার অত্যাচারে পাগল হয়ে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি। পরপর চারটে ম্যাচে বসে ছিলেন। এরপর সুযোগ এসেছে। শেষ



ওভারে অধিনায়ক তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন। তখন বিপক্ষ দল আফগানিস্তানের দরকার মাত্র ১৬ রান। ম্যাচে উইকেট নেওয়াতে হ্যাট্রিক করলেন সামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অসম্ভব বল করে চার উইকেট পেয়েছেন।

## বাগানের নতুন কোচ

মোহনবাগানের নতুন স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনা প্রশিক্ষকের দায়িত্ব নিলেন।

## ছক্কায় ছয়লাপ

ম্যাঞ্চেস্টার-বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসরে এবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে আফগানিস্তানের ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩৩টি ছক্কা দেখেন দর্শকরা। রেকর্ডের বন্যা। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক অইন মর্গান ৭১ বলে ১৪৮ রান করেন। যার মধ্যে ছিল ১৭টি ছক্কা। জো রুট আর মর্গান মিলে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ১৮৯ রানের জুটি তৈরি করেছেন। ভেঙেছেন ৪৪ বছর আগের রেকর্ড। ৫০ ওভারে ইংল্যান্ড করে ৩৯৭ রান। জবাবে আফগানিস্তানের ইনিংস শেষ হয় ৮ উইকেটে ২৪৭। ১৫০ রানে জেতে ইংল্যান্ড। টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড। ৫৭ বলে বিশ্বকাপের দ্রুততম চতুর্থ শতরান করেন তিনি।

## কলম্বিয়ার কাছে হার

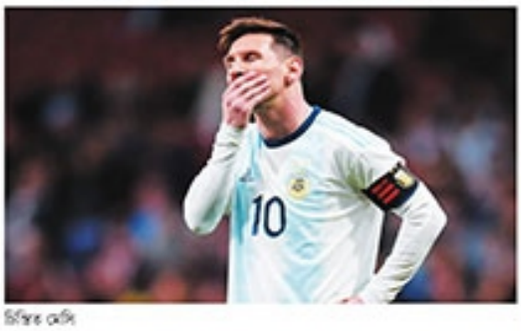



চিন্তিত মেসি

কলম্বিয়া-কুড়ি বছর পর কোপা আমেরিকায় কলম্বিয়ার কাছে ২-০ তে হেরে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিয়োনেল মেসি জানালেন, আমাদের কাছে এটা খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা। এভাবে শুরুটা হবে আশা করিনি। এখন আমাদের লক্ষ্য পরের ম্যাচগুলোর জন্য ঝাঁপানো।' অন্যদিকে নেমারকে ছাড়াই ব্রাজিল দল বলিভিয়াকে ৩-০ গোলে হারায়। কলম্বিয়ার হয়ে গোল করেন রজার মার্টিনেজ এবং দুভান জাপাতা। মেসি দুটো সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। কলম্বিয়া এবং আর্জেন্টিনা-এই দুই দলের মধ্যে গোল করার মত অনেক খেলোয়াড় ছিলেন। কলম্বিয়ার কাছে হারের পর কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা কতদূর এগোবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গেছে।

# আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে...



[illegible] ছবি : [illegible]




[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র



[illegible] নিজস্ব চিত্র


## সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

### যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

**থ্যালাসেমিয়া কি ?** থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

## থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মুকুল ব্যানার্জি

**সদস্যবৃন্দ** [illegible]

## সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬


Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.